بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফিনল্যান্ড

"নিজেদের মধ্যে এ উপলব্ধি জাগ্রত করুন যে, আমরাই সেই জাতি যাদের ওপর বিশ্বকে (নৈতিকভাবে) সংশোধনের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, আর আমাদের কাজ বিশ্বকে অনুসরণ করার পরিবর্তে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা।" — হযরত মির্যা মসরূর আহমদ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদী মুসলিম নারীদের অঙ্গ-সংগঠন) ফিনল্যান্ডের ন্যাশনাল আমেলার (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ) সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলা সদস্যাগণ ফিনল্যান্ডের হেলসিংকিতে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিশন হাউজ থেকে যোগদান করেন।

সভায় হুযূর আকদাস সকল অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে কথা বলেন এবং লাজনা আমেলা সদস্যাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের নিজ নিজ বিভাগীয় কর্মকাণ্ডের উন্নতির জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস এ বিষয়ে জোর দেন যে, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফিনল্যান্ডের সংগ্রাম করা উচিত, যেন এটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অঙ্গ-সংগঠনে পরিণত হয়।

প্রচারের কাজে নিয়োজিত তবলীগ বিভাগের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, হুযূর আকদাস বলেন যে, স্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নির্ধারণ করা উচিত; কেননা, লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন উদ্দীপনা এবং প্রয়াস বৃদ্ধির একটি কারণ হয়ে থাকে।

হুযূর আকদাস আরো উল্লেখ করেন যে, তবলীগের কর্মকাণ্ডের জন্য কেবলমাত্র কারো প্রতিবেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরিবর্তে ফিনল্যান্ডের বিস্তারিত জনগোষ্ঠীর নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী পৌঁছে দেওয়ার এক উচ্চাভিলাষী কর্মসূচি থাকা উচিত।

হুযূর আকদাস বলেন যে, আমেলা সদস্যাদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করা উচিত। আর যদি সকল পর্যায়ের আমেলার সদস্যাগণ সক্রিয় হয়ে যান, তবে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আপনা-আপনিই দেশের আহমদীদের প্রায় ৫০ শতাংশ সক্রিয় হয়ে গেছেন এবং তাদের বিভিন্ন উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি আপনারা প্রথমে আপনাদের আমেলাকে সক্রিয় করে তোলেন, অন্যরা আপনা-আপনিই সক্রিয় হয়ে উঠবে। আপনাদের আমেলা সদস্যাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এবং প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে নিয়মিত হতে হবে। আমেলার সদস্যাদের পর্দা এবং হিজাবের মান উন্নত হতে হবে। আমেলার সদস্যাদের উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে এবং তাদের পক্ষে সহজে রেগে যাওয়া চলবে না। যদি তারা এমন হয়ে যান, তাহলে অন্যরা নিজে থেকেই তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন।"

অংশগ্রহণকারীদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, ইসলামের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নারীদের বাইরে গিয়ে লিফলেট বিতরণ করা উচিত হবে কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"হ্যাঁ, লাজনা সদস্যাগণ বাইরে গিয়ে লিফলেট বিতরণ করতে পারেন। যতদূর সম্ভব অন্যান্য নারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করুন এবং তাদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছে দিন। এতে কীইবা ক্ষতি রয়েছে? প্রাথমিক দিনগুলোতে যদি নারীগণ যুদ্ধে অংশ নিয়ে থাকতে পারেন, তাহলে আজকের এই যুগে কেন তারা লিফলেট বিতরণ করতে পারবেন না? ... শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের বাণী প্রচারইতো আজকের দিনের যুদ্ধের ময়দান আর তাই আপনাদেরকে আপনাদের ভূমিকা পালন করা উচিত। একা যাবেন না, দুই বা তিন জনের দলে যান, এবং আপনাদের সাথে নাসেরাতদেরও (৭-১৫ বছর বয়সী বালিকা) নিয়ে যান, যেন তারাও প্রশিক্ষিত হতে পারে।"

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, তরুণীদেরকে কীভাবে তাদের ইসলামী পোশাক এবং সংস্কৃতির বিষয়ে আরো আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা সম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কারো সংস্কৃতির ওপর ধর্মের প্রাধান্য লাভ করা উচিত। পোশাক যাই হোক না কেন, তা শালীন হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন এ কথা বলে না যে, আপনাকে অবশ্যই সালোয়ার-কামিজ পরতে হবে। পবিত্র কুরআন বলে যে, আপনার পোশাক শালীন হতে হবে। এটি তরবিয়ত এবং নাসেরাত বিভাগের দায়িত্ব, তারা যেন অল্প বয়স থেকেই মেয়েদের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করেন আর এমন করাটা পিতামাতাদেরও দায়িত্ব। তরবিয়ত বিভাগকে এই কাজ পিতামাতাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে। নাসেরাত বিভাগ একটি অঙ্গ-সংগঠন হিসেবে সরাসরি কাজ করবে আর পিতামাতাদেরও নিজে থেকে এ বিষয়ে কাজ করা উচিত। আমাদের মেয়েদের মধ্যে এ উপলব্ধি তাদের গেঁথে দেওয়া উচিত যে, আমরা আহমদী মুসলমান আর তাই আমাদের আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা উচিত, আর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, আপনাদেরকে অবশ্যই শালীন পোশাক পরতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীস যে, 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ'। অতএব, অল্প বয়স থেকেই তাদের মনে এটা গেঁথে দেওয়া উচিত যে, আমরা আহমদী মুসলমান এবং লজ্জাশীলতা আমাদের ঈমানের অঙ্গ। উপরন্তু, আমাদের নিজেদের কথায় ও কাজে ভিন্ন না হয়ে, সর্বোচ্চ নৈতিক মান প্রদর্শন করা উচিত। ... নিজেদের মধ্যে এ উপলব্ধি জাগ্রত করুন যে, আমরাই সেই জাতি যাদের ওপর বিশ্বকে (নৈতিকভাবে) সংশোধনের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, আর আমাদের কাজ বিশ্বকে অনুসরণ করার পরিবর্তে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করা। এই হলো সেই আত্মবিশ্বাস যা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু, যদি মায়েরা নিজেরাই দৃঢ়-সংকল্প না হন, আর তাদেরই আত্মবিশ্বাস না থাকে এবং তারাই যদি পশ্চিমা মানুষদের দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়ে যান, অথবা তাদেরকে ইংরেজি বা স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে দেখে নিজেরা নীরব হয়ে যান, তবে তা ভুল হবে।"

ভদ্রমহিলাদের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, যে-সমস্ত নারী বারবার স্মরণ করানোর পরও নিয়মিত নামায পড়ার বিষয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করতে তাদের (কর্মকর্তাদের) কী ভূমিকা পালন করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের কাজ হল নিয়মিতভাবে (নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে) স্মরণ করিয়ে যাওয়া। এটিই আমাদের কাজ আর এটিই সেই নির্দেশনা যা মহানবী (সা.)-কে দেওয়া হয়েছিল যে, ক্রমাগতভাবে যেন পয়গাম পৌঁছানো হয়। আর তাই আমাদের অন্যদেরকে স্মরণ করিয়ে যেতে হবে যতদিন না তারা তাদের নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যান। আমরা কেন নামায পড়ি এবং এর প্রকৃত মূল্য কী তা আপনাদের তুলে ধরতে হবে। কেবল একথা বলে আজকের দিনে কাজ হবে না যে, 'সবার নামায পড়া উচিত, নতুবা আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হবেন'। দৈনিক নামায পড়ার দর্শন বুঝিয়ে বলতে হবে — এতে কী কল্যাণ রয়েছে আর আমাদের দৈনিক নামায পরিত্যাগের কী কুফল।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আমাদের কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে; নতুবা, এটি কপটতায় পরিণত হবে। যদি আমরা কোন সৎকর্ম করি, তবে আমাদের তা পূর্ণ মনোযোগের সাথে করা উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমরা কেবল মানুষদেরকে দেখাই যে আমরা আহমদী মুসলমান; কিন্তু, আমাদের আমলের সাথে এর মিল থাকে না। নামায পড়ার বিষয়ে বড়দের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যদি কারো পিতা-মাতা নামাযে নিয়মিত হন, তবে সন্তানাদিও এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করবে। (লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র) প্রতিটি বিভাগকে তরবিয়েতের বিষয়ে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।"